

## সূরা সাদ-৩৮

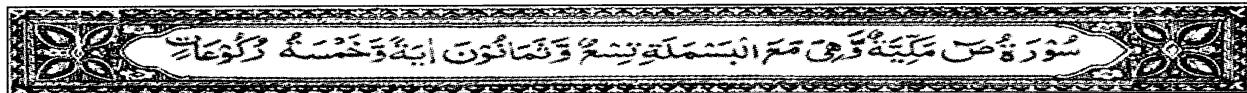
### (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

#### অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

নবুওয়তী জীবনের প্রাথমিক বৎসরগুলোর মধ্যেই মকায় এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। বায়হাকী ও ইবনে মারদাওয়াই বলেন, ইবনে আবাস এই মত পোষণ করতেন এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর আলেমগণ তার এই অভিমতের সাথে একমত ছিলেন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সূরা সাফ্ফাতের সাথে এই সূরাটির মিল রয়েছে। সূরা সাফ্ফাতের শেষাংশে আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত জোরে ঘোষণা করেনঃ আল্লাহ্‌র সৈনিকরাই বিজয়ী হবে এবং যেদিন অবিশ্বাসীদের দোর গোড়ায় আল্লাহ্‌র শাস্তি অবতীর্ণ হবে, সেদিনটি তাদের জন্য হবে একটি কৃষ্ণ দিবস। এই সূরাটি একই ধরনের শক্তিশালী ঘোষণার মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে যে সত্যবাদী আল্লাহ্‌র অমোঘ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বাসীগণ ধনে-জনে, মানে- সন্ত্রমে ও শক্তি-সামর্থ্যে উন্নত হয়ে উঠবে আর সাথে সাথে অবিশ্বাসী ও অঙ্গীকারকারীরা অপমান, লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের মধ্যে নিপত্তি হবে।

#### বিষয়বস্তু

প্রারম্ভেই আল্লাহ্ তাআলা পাক কুরআনের কসম খেয়ে ঘোষণা করছেন, কুরআনকে জীবনের সারথী বানিয়ে এবং এর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করে বিশ্বাসীরা গৌরব ও সম্মানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হবে এবং বিষ্ণের বড় বড় শক্তিশালী জাতিসমূহের মধ্যে নিজেদের জন্য সম্মানিত স্থান করে নিবে। এই ঘোষণাতে আরো বলা হয়েছে, মকার অবিশ্বাসীরা তোতা পাখীর মত বার বার বলছে তাদেরই মত একজন মানুষের কথায় তারা নিজেদের দেব-দেবীর উপাসনা কখনো ছেড়ে দিতে পারে না। এই বোকাচীপূর্ণ কথার প্রভৃত্যত্রে বলা হচ্ছেঃ ‘তারা আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে বলে যে দাবী করে তা কখন হতে শুরু হয়েছে? এটা তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই অধিকার যে তাঁর সৃষ্টি-জীবের কাছে তাঁর ইচ্ছাকে বহন করে পৌছে দেবার জন্য তিনি স্বয়ং যাকে যোগ্য মনে করেন তাকেই মনোনয়ন দান করেন এবং এখন সে কাজের জন্য মহানবী মুহাম্মদ (সা):কে মনোনয়ন দান করেছেন।’ তোহীদবাদী মু'মিনরা শক্তি, ধন ও সম্মানে ভূষিত হবে এবং অবিশ্বাসী কুচক্রীরা পরাজয় ও অপমান বরণ করবে, জোরালোভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করার পর সূরার সূচনাতে হয়রত দাউদ ও সোলায়মান নবীদের (আঃ) বাদশাহীর সময়ে ইসরাইলী জাতি যে গৌরবময় উন্নতি সাধন করেছিল, এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। তারপর উল্লেখ করা হয়েছে, দাউদ নবীর (আঃ) গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বকালে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য চক্রান্ত শুরু হয়ে গেল। অতঃপর হয়রত সোলায়মান নবীর রাজত্বকালে যখন ইসরাইলীরা জাগতিক উন্নতির চরম সীমায় পৌছে সম্পদ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে গড়াগড়ি যেতে লাগলো তখনই অধঃপতন ও সংহতি হরণের বীজ উগ্র হলো। পরোক্ষভাবে মহানবী (সা:কে বলা হলো, তাঁর দ্রুমাগত শক্তি বৃদ্ধিতে শক্ররা দুর্বায় অঙ্গ হয়ে তাঁর জীবন নাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে এবং ইসলামকে অঙ্গুরেই ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালাবে। কিন্তু তাদের এই সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবেক্ষিত হবে এবং ইসলাম উত্তরোত্তর উন্নতি ও শক্তি অর্জন করতে থাকবে। কিন্তু মুসলমানরা যদি যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করে তাহলে তারা ক্ষতির মধ্যে পতিত হবে এবং দেখতে পাবে যে তাদের চরম উন্নতির সময় অশুভ শক্তিসমূহ তাদের এক্য, সংহতি ও স্থায়িত্ব বিপন্ন করে তুলবে। অতঃপর আইউব (আঃ) এর কথা উল্লেখপূর্বক বলা হলো, তিনি কষ্টের মধ্যে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঐ সাময়িক দুঃখ-কষ্ট স্বল্পকালের মধ্যেই তিরোহিত হয়েছিল এবং তাঁর ক্ষতিসমূহ দিগ্নভাবে পূরণ করা হয়েছিল। আইউব (আঃ) এর উল্লেখের পরে সংক্ষিপ্তভাবে হয়রত ইব্রাহীম, ইস্মাইল, ইয়াকুব, ইসমাইল, ইলইয়াস এবং যুল-কিফ্ল (আঃ) নবীগণের নাম উল্লেখ করে বলা হলো, যেসব সৎলোক তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জীবন-পথে অগ্রসর হবে তারা আল্লাহ্‌র অশেষ ও অফুরন্ত অনুগ্রহরাজির অধিকারী হবে। সূরার শেষাংশে এই উপদেশ দেয়া হয়েছে, যখনই মানুষ সত্য ভ্রষ্ট হয় এবং সততার পথ থেকে দূরে সরে পড়ে এবং মিথ্যা উপাস্যের পূজায় লেগে যায় তখনই তাদেরকে এক আল্লাহ্‌র উপাসনার দিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের মধ্যে নবীর আবির্ভাব ঘটে থাকে। তখন অঙ্গকারের সন্তানেরা তাঁর পথে বাধা-বিঘ্ন ও অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে এবং মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে মোহিত করে সত্য খোদার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু সত্য এই সব বাধা-বিঘ্নকে ডিঙিয়ে জয়ের পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং পরিশেষে বিজয়ী হয়।



## সূরা সাদ-৩৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ সহ ৮৯ আয়াত এবং ৫ রংকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। ﴿আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

২। ﴿সাদিকুল ক্ষণে অর্থাৎ সত্যভাষী ১১৩। উপদেশপূর্ণ ১১৪  
কুরআনের কসম!

৩। কিন্তু যারা অস্তীকার করে তারা (মিথ্যা) অহংকার ও বিরোধিতায় লিঙ্গ রয়েছে ১১৫।

৪। তাদের পূর্বে গৃহিত জাতিকেই আমরা ধ্বংস করেছি! তখন তারা (সাহায্যের জন্য) ডেকেছিল, অথচ সে সময় উদ্বারের কোন পথই খোলা ছিল না ১১৬।

৫। ﴿আর তাদের কাছে তাদেরই মাঝ থেকে একজন সতর্ককারী আসায় তারা অবাক হলো। আর কাফিররা বললো, ‘এ একজন যাদুকর (ও) বড় মিথ্যাবাদী।

★ ৬। সে কি সব উপাস্যকে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এটা সবচেয়ে অস্তুত ব্যাপার (যা আমরা শুনেছি)।’

★ ৭। এতে তাদের নেতারা যুক্তি দেখিয়ে তাদের (উপদেশ দিল), ‘যাও, ও তোমাদের উপাস্যদের আঁকড়ে ধরে থাক। এটাই অধিক কাম্য’।

দেখুন : ক. ১৪১ খ. ৪৩:৪৫ গ. ৬:৭; ১৯:৭৫; ৩৬:৩২; ৫০:৩৭ ঘ. ৭:৬৪ ঙ. ৭১:২৪।

২৫১৩। ‘সাদ’ ‘সাদেক’ এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর মর্ম হতে পারে ‘সত্যবাদী আল্লাহ’, ‘আমি আল্লাহ সত্যবাদী’ অথবা ‘আল্লাহ সত্য বলেছেন।’

২৫১৪। সত্যবাদী আল্লাহ কুরআনের শপথ নিয়ে বলছেন, হযরত রসূলে পাক (সা:) এর অনুসারীরা কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করে এবং কুরআনকে জীবন-দিশারী করে জীবন পথে অগ্রসর হলে উন্নতির পর উন্নতি করবে এবং বিশ্বের জাতিবর্গের মধ্যে এক সম্মানিত মর্যাদার আসন লাভ করবে। ‘যিক্র’ শব্দের এক অর্থ সম্মান ও মর্যাদা (লেইন)।

২৫১৫। পাপ ও অস্তীকারের মূল শিকড় হলো মিথ্যা অহংকার, আত্মস্মিন্দিতা ও উদ্ধৃত্য। শয়তানের (ইবলীসের) প্রথম পাপ-কর্ম এটাই ছিল যে সে নির্বর্থক আত্মপরিমায় নিমগ্ন হয়ে নিজেকে ‘আদম’ থেকে শ্রেষ্ঠতর মনে করলো এবং আদমের আনুগত্য স্বীকার করাকে অপমানজনক মনে করলো। ‘আমি তার চাইতে উত্তম’ (৭:১৩) এই অহমিকা ও কু-ধারণাই অবিশ্বাসীদেরকে সমাগত নবীর সত্যতাকে স্বীকার করতে বাধা দেয়।

২৫১৬। কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, “লাতা” আদতে “লাইস”। অন্যেরা মনে করেন, স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত ‘তা’ না-বোধকে ‘লা’ এর সাথে যোগ করা হয়েছে এই জন্য যে ‘না’ কথাটা যেন অধিক শক্তিশালী হয়। জননীদের তৃতীয় দল মনে করেন, এই শব্দটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন শব্দ, লাইস বা ‘লা’ থেকে উদ্ভৃত শব্দ নয়। এই ব্যাপারে চতুর্থ একটি মতও আছে। এই অভিমত অনুযায়ী এটি একটি স্বতন্ত্র শব্দ বটে, তবে একটি শব্দাংশও, যথা না-বোধক ‘লা’ এবং ‘তা’, ‘হীনা’ শব্দের পূর্বে যোজিত অবস্থা। এই ‘লাতা’ শব্দটি পূর্বে সহযোগী হিসাবে ব্যবহৃত হয় বা অন্য কোন সমার্থক শব্দের সঙ্গে একযোগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الدُّكْرِ ③

بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقَاقٍ ④

كَمْ أَهْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَاهَا  
وَلَا تَحِينَ مَنَّا صِ ⑤

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ رَدَّ قَالَ  
الْكَفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ⑥

أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَذَا  
لَشَيْءٌ عَجَابٌ ⑦

وَأَنْطَلَقَ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُمْ أَئْمَشُوا وَأَضِيرُوا  
عَلَى الْهَتِكْمَهِ ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ بَيْرَادُ ⑧

- ★ ৮। \*আমরা অন্য কোন ধর্মে<sup>১</sup> একেবল কথা কখনো শুনিনি।  
এটা মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

مَاسِمَعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ۝  
إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝

- ★ ৯। \*আমাদের সবার মাঝে থেকে কি কেবল তারই কাছে  
উপদেশবাণী অবর্তী হয়েছে? আসলে তারা আমার  
উপদেশবাণী সম্পর্কে সন্দেহে রয়েছে। বরং এখনো তারা  
আমার আয়াবের স্বাদ ভোগ করেনি।

إِنْ زُلَّ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۝  
هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِنِي ۝ جَبْلَ لَمَّا  
يَذْوَقُوا عَذَابَ ۝

- ১০। তাদের কাছে কি \*তোমার মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম  
দানশীল প্রভু-প্রতিপালকের কৃপার ভাস্তুসমূহ আছে?

أَفْ عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ  
الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝

- ১১। অথবা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে  
যা-ই আছে এর (সব কিছুর) আধিপত্য কি তাদের রয়েছে?  
তাহলে তারা সব চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে দেখে নিক<sup>২</sup><sup>১৮</sup>।

أَفْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
بَيْنَهُمَا شَفَّلَيْزَ تَقُوا فِي الْأَشْبَابِ ۝

- ১২। \* (এরাও) বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে (গঠিত) একটি বাহিনী,  
যাদের সেখানে পরাজিত করা হবে<sup>১৯</sup>।

جَنَدًا مَاهِنَالَكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَخْزَابِ ۝

- ★ ১৩। \*তাদের বহু পূর্বে নৃহের জাতি, আদ (জাতি) এবং সেনা  
ছাউনীর<sup>২০</sup> অধিকারী ফেরআউনও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَّ عَادٌ وَّ  
فِرْعَوْنُ ذُرْأَلَوْتَى ۝

- ★ ১৪। আর সামুদ ও লুতের জাতি এবং \*জঙ্গলের অধিবাসীরাও  
(প্রত্যাখ্যান করেছিল)। এরাই সেইসব দল (যাদের চরমভাবে  
পরাজিত করা হয়েছিল)।

وَثَمُودٌ وَّ قَوْمُ لُوطٍ وَّ أَصْحَابُ لَئِيْكَةِ  
أُولَئِكَ الْأَخْزَابُ ۝

দেখুন : ক. ২৩:২৫ খ. ৫৪:২৬ গ. ১৭:১০৮; ৫২৩৮ ঘ. ৫৪:৪৬ ঙ. ৯:৭০; ৪০:৩২; ৫০:১৩ চ. ১৫:৭৯; ২৬:১১৭; ৫০:১৫।

২৫১৭। 'অন্য কোন ধর্ম' বলতে খৃষ্ট-ধর্ম অথবা মক্কার পৌত্রিক-ধর্ম অথবা ইসলাম-পূর্ব যে কোন ধর্মকেই বুবাতে পারে। কারণ প্রাক-ইসলামী কোন ধর্মেই তোহীদের বিষ্঵াসের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষিত হয়নি।

২৫১৮। অবিশ্বাসীরা তাদের সর্বশক্তি মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে নিয়োগ করে দেখতে পারে। এমনকি তাদের শক্তি-সামর্থ্যকে যতদূর  
সম্ভব বৃদ্ধি করেও তারা মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে কৃতকার্য হতে পারবে না।

২৫১৯। এই আয়াতটিতে যুগপৎ একটি চ্যালেঞ্জ ও একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। চ্যালেঞ্জটি হলো, হে অবিশ্বাসীরা! তোমরা নিজ নিজ  
জাতির শক্তি ও সামর্থ্যসমূহ একত্রিত করে সকলে মিলে একযোগে মিত্রশক্তি গঠন কর এবং ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে  
এগিয়ে আস। আর ভবিষ্যদ্বাণীটি হলোঃ যদি তোমাদের এই সম্মিলিত শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার দুঃসাহস দেখাও তাহলে  
তোমরা শোচনীয়ভাবে নির্মূল হয়ে যাবে। শক্তিশালী এই ভবিষ্যদ্বাণীটি অতি মহিমার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল খন্দকের যুদ্ধের  
সময়।

২৫২০। 'আওতাদুল আরয়' অর্থ পর্বতমালা। 'আওতাদুল বিলাদ' মানে শহরের প্রধান ব্যক্তিবর্গ। আর এখানে 'যুল আওতাদ' এর অর্থ  
দাঁড়াবে বৃহৎ সেনাবাহিনীর শূল বা কীলকের অধিপতি' (আকরাব)।

★ ১৫। (এরা) সবাই বিনা ব্যতিক্রমে রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা  
[১৫] দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। \*অতএব আমার শাস্তি অনিবার্য  
১০ হয়ে পড়লো।

★ ১৬। তারা কেবল এক দীর্ঘস্থায়ী তীব্র আর্তনাদের অপেক্ষা  
করছে যার মাঝে কোন বিরতি থাকবে না।<sup>১১</sup>

১৭। তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! \*তিসাব  
দিবসের পূর্বেই আমাদের (শাস্তির) অংশ শীত্র আমাদের দিয়ে  
দাও।’

★ ১৮। তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধর। আর প্রবল শক্তির  
অধিকারী<sup>১২</sup> আমাদের বান্দা দাউদকে স্মরণ কর। নিশ্চয় সে  
(আল্লাহর দিকে) সব সময় বিনত থাকতো।

★ ১৯। \*নিশ্চয় আমরা পাহাড়পর্বতকে (তার) সেবায় নিয়োজিত  
করেছিলাম। তারা গোধূলিলগ্নে ও উষাকালে তার সাথে  
(আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো।\*

★ ২০। আর একত্র করা পাখিদেরকেও (আমরা তার নিয়ন্ত্রণাধীন  
করেছিলাম)। প্রত্যেকেই তাঁর দিকে বিনত থাকতো।\*\*

★ ২১। আর আমরা তার রাজ্যকে শক্তিশালী করেছিলাম এবং  
\*তাকে প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তিসম্পন্ন বক্তব্য রাখার (প্রতিভা)  
দিয়েছিলাম।

২২। আর তোমার কাছে কি বিবদমান (লোকদের) খবর  
পৌছেছে যখন তারা প্রাচীর টপ্কে প্রাসাদে ঢুকে পড়েছিল?

দেখুন : ক. ১৫৪০; ২৬৪১৯০; ৫০৪১৫ খ. ১৭৪১৯ গ. ২১৪০; ৩৪৪১১ ঘ. ২৪২৫২।

২৫২১। ‘ফাওয়াক’ এই সময়টুকুকে বুঝায়, যা দুটি দুঃখ-দোহনের মধ্যে অতিবাহিত হয়, শিশুকে দুবার দুঃখ খাওয়ানোর মধ্যবর্তী সময়কেও  
'ফাওয়াক' বলা হয়, দুধ দোহাবার সময় বাঁট টেনে পুনরায় বাঁট ধরা অর্থাৎ দুবার বাঁট-টানার মধ্যবর্তী সময়টুকু 'ফাওয়াক' (লেইন)।

২৫২২। দাউদ, সোলায়মান এবং আইউব (আঃ) এই তিনজন নবী অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাদের ধন ছিল, প্রতাব ছিল। এই জন্যই  
হয়তো কুরআনে প্রায়শ তাদেরকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে (৪৪১৬৪; ৬৪৮৫; ২১৪০-৮৪)।

★ [‘জিবাল’ (অর্থাৎ পাহাড়) শব্দটি শক্তিশালী পাহাড়ী গোত্রগুলোর প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে। দাউদ (আঃ) এদের বশীভূত করেছিলেন।  
অথবা এ শব্দটি পাহাড়পর্বতের খনিজ সম্পদের প্রতি ও ইঙ্গিত করতে পারে। তাঁর সময় এ সম্পদ সুচারুরাপে কাজে লাগানো হয়েছিল।  
(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত  
টীকা দ্রষ্টব্য)]

★★ [‘আতত্ত্বের’ (অর্থাৎ পাখিরা) শব্দটি দিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভাবান লোকদের বুঝায়, যারা তাদের মহৎ কর্মের পাখায় উঁচুতে  
উড়ে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক  
প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلُ فَحَقٌّ  
عِقَابٌ<sup>১৩</sup>

وَمَا يَنْظُرُهُ لَا إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا  
لَهَا مِنْ قُوَّاتٍ<sup>১৪</sup>

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِيلٌ لَّنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ  
الْحِسَابِ<sup>১৫</sup>

إِصْرِيرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَإِذْ كُرْعَبَتْ  
دَأْدَدَ دَأْلَأَ يَدِيجَ رَأْتَهُ أَوَّابَ<sup>১৬</sup>

إِنَّا سَجَّلْنَا الْجِبَائَ مَعَهُ يُسَتِّيحَ  
بِالْعِشَّيِّ وَأَلَّرْشَرَاقِ<sup>১৭</sup>

وَالْطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابَ<sup>১৮</sup>

وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَ  
فَضَلَّ الْخِطَابِ<sup>১৯</sup>

وَهَلْ أَتْكَ نَبِئُوا الْخَضِيرَ إِذْ تَسْوَرُوا<sup>২০</sup>  
الْمِحْرَابَ<sup>২১</sup>

২৩। তারা যখন দাউদের সামনে এল তখন সে তাদের দরংন ঘাবড়ে গেল। তারা বললো, “ভয় করো না। (আমরা) দুটি বিবদমান দল। আমরা একে অন্যের অধিকার হরণ করেছি। সুতরাং তুমি আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার কর এবং অবিচার করো না। আর তুমি আমাদের সঠিক পথনির্দেশনা দাও<sup>১২৩</sup>।

২৪। এ হলো আমার ভাই। তার নিরানবইটি ভেড়ি আছে এবং আমার আছে মাত্র একটি ভেড়ি। তথাপি সে বলে, ‘এটাও আমার মালিকানায় দিয়ে দাও’। আর আমাকে সে তর্কে পরাস্ত করে দেয়<sup>১২৪</sup>।”

২৫। সে (অর্থাৎ দাউদ) বললো, ‘সে তোমার ভেড়িটিকে তার ভেড়িগুলোর অস্তর্ভুক্ত করার কথা বলে অবশ্যই তোমার প্রতি অন্যায় করেছে। নিশ্চয় এমন অনেক অংশীদার রয়েছে যারা একে অপরের প্রতি অবিচার করে। তবে যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের কথা ভিন্ন। আর এরপ লোকের সংখ্যা খুব কম। আর দাউদ বুঝে গেল আমরা তাকে পরীক্ষা করেছি। সুতরাং সে তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং বিনত হয়ে লুটিয়ে পড়লো ও তওবা করলো<sup>১২৫</sup>।

মন্তব্য-১০

২৫২৩। দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)এর সময়ে ইসরাইল জাতির প্রতাপ ও ক্ষমতা চূড়ান্ত সীমায় উন্নীত হয়েছিল। ইতিহাস থেকে তা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও দুষ্কৃতকারীরা বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করতে, প্রজাবৃদ্ধের মধ্যে সন্তানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদেশ ছড়াতে ক্রটি করতো না। এমন কি কতিপয় দুষ্ট লোক দাউদ (আঃ)কে হত্যা করারও চেষ্টা করেছিল। এই আয়াতে এরপ একটি হত্যা-প্রচেষ্টারই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর দুজন শক্তি অতিরিক্ত হামলা করার উদ্দেশ্যে দেয়াল উপর ক্রমাগত হত্যাকাণ্ডে তাঁর খাস-কামরায় ঢুকে পড়ে। কিন্তু তাঁকে সতর্ক অবস্থায় দেখে এবং নিজেদের ফন্দী ফাঁস হয়ে যাবে মনে করে তারা দাউদ (আঃ)কে আশ্বস্ত করার মানসে নিজেদেরকে বিচার-প্রার্থী বাদী-বিবাদী দুভাই বলে মিথ্যা পরিচয় দেয় এবং বিচার প্রার্থনা করে। দাউদ (আঃ) তাদের অসদুদ্দেশ্য ঠিকই বুঝলেন এবং কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন।

২৫২৪। এই আয়াতে উল্লেখিত দুভাইয়ের আকস্মিকভাবে বানানো গল্পটির উল্লেখ করা হয়েছে। দাউদ (আঃ)কে সম্পূর্ণ সতর্ক দেখে তারা মুহূর্তের মধ্যে গল্পটি বানিয়ে বললো, যাতে দাউদ (আঃ) এর সংশয় ও ভৌতি দূর হয়ে যায় এবং তিনি স্বত্ত্ব লাভ করেন।

২৫২৫। এই দুই অনধিকার প্রবেশকারীর বাদী-বিবাদী রূপ ধারণ যে একটা ধোঁকাবাজী মাত্র তা দাউদ (আঃ) বুঝেছিলেন। তাদের ছলনার ভিতরে লুকায়িত গোপন উদ্দেশ্য তাঁর কাছে স্পষ্টই ধরা পড়েছিল। কিন্তু তিনিও তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি বলে বিজ্ঞ বিচারকের মতই রায় দিলেন। তবে মনে মনে বুঝতে পারলেন, যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও তাঁর জাতির উপর তাঁর আধিপত্য কিছুটা শিথিল হয়েছে, তাঁর শক্তদের শক্ততা ও ষড়যন্ত্র হতে তিনি একেবারে মুক্ত নন। তাঁর মানসিক অনুভূতি জাগল যে এই ঘটনা আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত ছবিশায়ারীস্বরূপ। অতএব ধর্মগ্রাণ খোদা-ভীরুগণ এইরপ ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন তিনিও তা-ই করলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলেন, শক্তির নষ্টামী ও ষড়যন্ত্র থেকে তিনি যেন তাঁকে নিরাপদ রাখেন। মিথ্যা মোকদ্দমাকারী এই বাদী-বিবাদীর বর্ণিত গল্পটির অস্তরালে একটি অপবাদ দেয়ার প্রচেষ্টা আছে তা হলো, ‘হে দাউদ! তুমি এক নিষ্ঠুর বাদশাহ। তুমি ছোট জাতি ও উপজাতিগুলোর উপরে নিজের আধিপত্য ক্রমাগতভাবে বাড়িয়ে চলেছ। তুমি সাম্রাজ্যবাদী।’

إِذَا خَلُوا عَلَى دَاءْدَ فَقِيرٍ مِنْهُمْ  
قَالُوا لَا تَخْفِي جَحَضِمِنَ بَغْضُنَا  
عَلَى بَغْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا  
تُشْطِطْ وَاهْرُتَانِي سَوَاءَ الصِّرَاطُ<sup>১২৩</sup>

إِنَّ هَذَا أَخْيَى نَدَ لَهُ تِسْتَهُ وَ تِسْعُونَ  
نَعْجَةً وَ لِي نَعْجَةً وَاجْدَةً تَقَارَ  
أَكْفِلِينِهَا وَ عَزَّزَنِي فِي الْخِطَابِ<sup>১২৪</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمْتَ بِسُؤَالِ تَعْجِبِكَ  
إِلَى نَعْجِمْ دَوَانَ كَثِيرًا مِنَ الْخَلَطَاءِ  
لَيَبْغِي بَغْضُهُمْ عَلَى بَغْضِ لَأْلَأِ الَّذِينَ  
أَمْنُوا وَ عَمِلُوا الصِّلَاحَ وَ قَلِيلُ مَمْهُمْ  
وَ ظَنَّ دَاءْدَ أَنَّمَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ  
وَ حَرَرَ رَأْكَعًا وَ آتَابَ<sup>১২৫</sup>

২৬। অতএব আমরা তার এ (ক্রটিবিচ্যুতি) ক্ষমা করে দিলাম। নিশ্চয় তার জন্য আমাদের কাছে নেকট্য ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল রয়েছে<sup>২৫৬</sup>।

২  
[১২]  
১১]

২৭। ‘হে দাউদ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের মাঝে ন্যায়বিচার কর এবং কামনাবাসনার অনুসরণ করো না। নতুন এ (কামনাবাসনা) তোমাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিপথগামী করে ফেলবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর রাস্তা থেকে বিপথগামী হয়ে যায় তাদের জন্য কঠোর আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে। কেননা তারা বিচার দিবসকে ভুলে গিয়েছিল।

২৮। <sup>ك</sup>আর আমরা আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা আছে তা বৃথা সৃষ্টি করিনি। এ হলো কেবল অঙ্গীকারকারীদের ধারণা। অতএব <sup>ك</sup>অঙ্গীকারকারীদের জন্যে রয়েছে আগুনের (আযাবের) দুর্ভোগ।

২৯। <sup>ك</sup>যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আমরা কি তাদেরকে পৃথিবীতে বিশ্বখলা সৃষ্টিকারীদের সমতুল্য গণ্য করবো অথবা মুন্তাকীদের কি আমরা দুর্কৃতকারীদের সমান মনে করবো?

৩০। এ (কুরাআন হলো) এক মহান কিতাব যা আমরা তোমার প্রতি অবর্তীর্ণ করেছি। <sup>ك</sup>(এতে) কল্যাণ দেয়া হয়েছে<sup>২৫৭</sup> যেন তারা এর আয়াতসমূহ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং যেন বুদ্ধিমানেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

৩১। <sup>ك</sup>আর আমরা দাউদকে দান করেছিলাম সুলায়মান, যে এক মহৎ বান্দা ছিল! নিশ্চয় সে (আমাদের প্রতি) সবসময় বিনত হয়ে থাকতো।

দেখুন : ক. ২১:১৭; ৪৪:৩৯ খ. ১৪:৩; ১৯:৩৮; ৫১:৬১ গ. ৬৮:৩৬ ঘ. ৬:৯৯, ২১:৫১ ঙ. ২৭:১৭।

২৫২৬। ‘গফার্না লাহু’ বাক্যটির অর্থ হতে পারে ‘আমরা তাকে নিরাপত্তা দিলাম’ বা ‘আমরা তার কার্য সিদ্ধ করলাম’ (লেইন)। পরের বাক্যটি হলো ‘নিশ্চয় তার জন্য আমাদের কাছে নেকট্য ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল রয়েছে।’ আল্লাহ তাআলার এই উক্তি থেকে এটাই সাব্যস্ত হয় যে দাউদ (আঃ) এর কোন নৈতিক দোষ বা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা ছিল না। বাইবেল (২ শমুয়েল- ১১:৪৫) দাউদ (আঃ)কে যৌন অপরাধী বলে নিকৃষ্ট অভিযোগ করেছে। কুরআনের উপরিলিখিত বাক্যটি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ও কার্যকরীভাবে উক্ত অভিযোগ খসড় করেছে।

২৫২৭। ‘এ মহান কিতাব’ কুরআনে সকল ধর্মের মৌলিক ও বিশ্বজনীন চিরস্থায়ী অমর শিক্ষাগুলোতে আছেই, পরন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়বলীও এতে লিপিবদ্ধ আছে। মানুষের প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়বলীও এতে লিপিবদ্ধ আছে। মানুষের প্রয়োজনে আসতে পারে একপ কোন বিষয়ই কুরআনে বাদ দেয়া হয় না। এটাই ‘মুবারক’ শব্দের অর্থ।

فَقَرَّبْنَا لَهُ ذِلْكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا  
لَزُلْفَى وَحْسَنَ مَأْبِ<sup>২৭</sup>

يَدَأُدْرِانَا جَعَلْنَاهُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ  
فَأَخْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبَعِ  
الْهَوَى فَيُؤْتِلَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ  
الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ  
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ  
الْحِسَابِ<sup>২৮</sup>

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا  
بَيْنَهُمَا بِأَطْلَادِ ذِلْكَ ظَنُّ الَّذِينَ  
كَفَرُوا هُنَّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ  
النَّاسِ<sup>২৯</sup>

أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ أَمْنَوْا عَوْلُوا الصِّلَاحِ  
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ زَآمْ تَجْعَلُ  
الْمُغَيْقِينَ كَالْفُجَارِ<sup>৩০</sup>

كَتَبَ أَثْرَلَهُ إِلَيْكَ مُبِرَّكَ لِيَدَبَرُوا  
أَيْتَهُ وَلِيَتَذَكَّرُ أَوْلَوْ الْأَلْبَابِ<sup>৩১</sup>

وَوَهَبْنَا لِيَدَأُدَ سَلَيْمَتْ دِيْعَمْ الْعَبْدُ  
إِلَهَ آمَّا بَ<sup>৩২</sup>

৩২। (শ্঵রণ কর) সন্ধ্যাকালে যখন তার সামনে দ্রুতগামী<sup>২৫২৮</sup> ঘোড়াগুলো<sup>২৫২৮-ক</sup> আনা হলো

★ ৩৩। সে বললো, ‘ধনসম্পদের (অর্থাৎ ঘোড়ার) প্রতি আমার ভালবাসার কারণ হলো,<sup>২৫২৯</sup> এগুলো আমাকে আমার প্রভু-প্রতিপালককে মনে করিয়ে দেয়।’ (অতএব)<sup>২৫৩০</sup> এগুলো আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত (সে বসে থাকলো)।

★ ৩৪। (সে বললো,) ‘এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন।’ এরপর সে (এগুলোর) পায়ে ও ঘাড়ে হাত বুলতে লাগলো<sup>২৫৩১</sup>।★

৩৫। আর নিশ্চয় আমরা সুলায়মানকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং আমরা তার সিংহাসনে (বিবেক বুদ্ধিহীন) নিছক এক দেহ<sup>২৫৩২</sup> বসিয়ে দিলাম। তখন সে (আল্লাহরই দিকে) বিনত হলো।★★

★ ৩৬। সে বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে (এমন) একটি সাম্রাজ্য দান কর যেন আমার পরে অযোগ্য কেউ এর মালিক না হয়।<sup>২৫৩৩</sup>। নিশ্চয় তুমই পরম দাতা।’★★★

২৫২৮। ‘জিয়াদ’ শব্দটি, ‘জাওয়াদ’ এর বহুবচন, যার অর্থ হলো দ্রুতগামী অশ্ব। যেমন ‘ফারাসুন জাওয়াদুন’ মানে ‘দ্রুত গতিসম্পন্ন ঘোড়া’ (লেইন)।

২৫২৮-ক। ‘সাফেনাত’ হলো ‘সাফেনাহ’ শব্দের বহুবচন এবং এই ‘সাফেন’ হলো ‘সাফিল’ শব্দের বৈলিঙ্গ। সাফেন এর অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ জাতের আরবী ঘোড়া, যারা তিনপায়ের উপর ভর করে দাঢ়ায় এবং চতুর্থ পায়ের ক্ষুরের শেষাংশ মাত্র মাটিতে ছাঁইয়ে রাখে।

২৫২৯। ‘আন’ বলতে বুবায় ক্ষণিক পরিবর্তন, ক্ষতিপূরণ (২৪৪৯), শ্রেষ্ঠত্ব (৪৭৩৩)। এই শব্দ ‘কারণ’ অর্থেও ব্যবহৃত হয় থাকে, যেমন এখানে হয়েছে। এটি আরবী ‘লি’ শব্দের মত অর্থ প্রকাশ করে (৫৩৪৪)।

২৫৩০। আল্লাহ তাআলা সুলায়মানকে (আঃ) বহু ধন-দৌলত ও শান-শওকত দান করেছিলেন। এক বিরাট এলাকাব্যাপী ছিল তাঁর রাজ্য। এই কারণে বিরাট ও শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী ছিল তাঁর। সাধারণত উচ্চ জাতের ঘোড়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। কেননা তাঁর সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী সেনারাও বড় অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করতো। ঘোড়ার প্রতি সুলায়মানের (আঃ) ভালবাসা এই জন্য ছিল না যে তিনি ঘোড়-দৌড়ের বাজী খেলতেন বা তামাসা দেখতেন। তিনি ব্যবসা-ভিত্তিক ঘোড়া উৎপাদক ছিলেন না। ঘোড়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও ভালবাসার আসল উৎস হলো তাঁর আল্লাহ-প্রেম। কেননা ঐ অশ্বগুলোকে আল্লাহর নামে জেহাদের কাজে তিনি ব্যবহার করতেন।

২৫৩১। মনে হয় বাদশাহ সুলায়মান অশ্বরোহী সেনাদের কুচকাওয়াজ দেখছিলেন। তিনি সেনাদের মনে উৎসাহ যোগাবার জন্য তাদের ঘোড়াগুলোকে পায়ে ও কাঁধে হাত বুলিয়ে আদর করলেন।

★[অধিকাংশ তফসীরকার ৩২-৩৬ আয়াত দিয়ে একথা বুবিয়ে থাকেন, হযরত সুলায়মান আলায়হেস সালাম তাঁর অশ্বরোহী সেনাদের এতই ভালবাসতেন যে তাদের দৃশ্যে বিভোর হওয়ার দরজন তাঁর নামায কায় হয়ে গেল। অতএব এ রাগে তিনি ঘোড়াগুলোর পায়ের রগ কেটে দিলেন এবং দেহ থেকে ঘাড় বিছিন্ন করে ফেললেন। এটা অতি বোকামীপূর্ণ ব্যাখ্যা। এরূপ ব্যাখ্যা কুরআন করীমের প্রতি আরোপ করা এর অবমাননার শাস্তি। নামায যদি কায়াই হয়ে থাকতো তাহলে প্রথম নামায পড়ার কথা বর্ণিত হওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া ঘোড়াগুলো তিনি নিজেই দেখতে চেয়েছিলেন। নিরীহ ঘোড়াগুলোর কী অপরাধ ছিল যে এগুলো হত্যা করতে হবে? আসল কথা হলো, আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে জিহাদ করার জন্য এগুলো রাখা হয়েছিল। তাই এগুলোর প্রতি ভালবাসার প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি এগুলোর পায়ের গোছায় ও উরুতে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, যেভাবে ঘোড়াপ্রেমীরা আজও এমন আচরণই করে থাকেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৩২। ৩৪:১৫ আয়াতে বলা হলো হয়েছে “নিছক এক দেহ”। সুলায়মান (আঃ) এর অযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী রেহবোয়ামের প্রতি এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অথবা সুলায়মান (আঃ) এর অপর পুত্র জেরোবোয়াম যে দাউদ-বংশের পতাকা উড়োন করেছিল, তার প্রতিও প্রযোজ্য হতে পারে (১ রাজাবলী-১২:২৮)। সুলায়মান (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারী পুত্রের তাঁর

২৫৩২ টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ★★ চিহ্নিত টীকাটি ও ২৫৩৩ টীকা এবং ★★★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إذ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيَّةِ الصِّفَنُ  
الْجِيَادُ<sup>①</sup>

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنِ  
ذُكْرِ رَبِّيِّ وَحْتَ شَوَّارِثِ<sup>②</sup>  
الْجِيَادِ

رُدُّوكَ عَلَيَّ وَقْطَافَ مَسْعَىٰ  
السُّوقِ وَ  
الْأَغْنَاقِ<sup>③</sup>

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَقْتَلَنَا عَلَىٰ  
كُرْسِيِّهِ  
جَسَدًا شَمَّ آتَابِ<sup>④</sup>

قَالَ رَبِّيْ أَغْزَلْتِي وَهَبْتِي  
لِي مُلْحَّا لَا  
يُثْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ  
بَعْدِيِّيِّ وَإِنَّكَ آتَتَ  
الْوَهَابَ<sup>⑤</sup>

৩৭। <sup>ك</sup>আর আমরা বায়ুকে তার সেবায় নিয়োজিত করেছিলাম। সে যেদিকে যেতে চাইতো বায়ু সেদিকেই তার আদেশে মনুভাবে বইতে থাকতো।

৩৮। <sup>ك</sup>আর (আমরা) তার সেবায় নিয়োজিত করেছিলাম শয়তানদেরও (অর্থাৎ) প্রত্যেক নির্মাণ বিশেষজ্ঞ ও ডুরুরীদের

৩৯। <sup>ك</sup>এবং অন্যদেরও, যাদের শিকলে বেঁধে রাখা হতো<sup>১৪৪</sup>।

৪০। এ (সবই) আমদের দান। অতএব তুমি (ইচ্ছা করলে) অপরিমিত দান কর অথবা বিরত থাক।

<sup>৩</sup> [১৪] ৪১। আর নিশ্চয় তার জন্য আমদের কাছে নেকট্য ও উত্তম  
১২ প্রত্যাবর্তনস্থল রয়েছে।

৪২। আর আমদের বান্দা <sup>ك</sup>আইটবকেও স্মরণ কর যখন সে তার প্রভু-প্রতিপালকে (এই বলে) ডেকেছিল, ‘নিশ্চয় শয়তান আমাকে দুঃখ ও যাতনা দিয়েছে<sup>১৪৫</sup>।’

★ ৪৩। (আমরা তখন তাকে বললাম,) ‘তোমার (বাহনকে) নাল দিয়ে (অর্থাৎ জুতোর গোড়ালীতে বসানো লোহার টুকরো দিয়ে) আঘাত করে দ্রুত এগিয়ে যাও (সামনেই) গোসল ও পানের জন্য ঠাভা পানি পাবে<sup>১৪৬</sup>।

দেখুন ৪ ক. ২১৪৮২; ৩৪৪১৩ খ. ২১৪৮৩; ৩৪৪১৩-১৪ গ. ১৪৪৫০ ঘ. ২১৪৮৪।

রাজ্যের অথঙ্গতা রক্ষা করতে পারবে না। তাই তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। পরবর্তী আয়াতে তাঁর ঐ প্রার্থনাটি দেয়া হয়েছে। ★★[এ আয়াতের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, তাঁর উত্তরাধিকারীর আধ্যাত্মিক গুণাবলীও ছিল না এবং শাসন করার যোগ্যতাও ছিল না। এজন্য সে ছিল এক দেহসর্বশ বিবেকবুদ্ধিহীন ব্যক্তি। “ওয়া আলকুয়ানা আলা কুরসিমিয়হী” এর অর্থ হলো তাঁর সিংহাসনে আরোহণ। এ আয়াতের ক্ষেত্রেও কোন কোন আলেম খুব বেশি অবিচার করেছেন এবং হ্যরত সুলায়মান আলায়হেস সালামকে নিছক এক দুষ্কৃতকারী সাব্যস্ত করেছেন। এদের বর্ণনা অনুযায়ী এক সুন্দরী মহিলা তাঁর সিংহাসনে আসীন হলো। এ মহিলা তাঁর স্ত্রী ছিল না। তিনি এর সাথে অপকর্ম করার ইচ্ছা করলেন। এরপর তাঁর মনে হলো, এ তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর জন্য এক পরীক্ষা। এ গল্পটি সেই গল্পটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা তফসীরকারো হ্যরত ইউসূফ (আ:) সম্পর্কেও বানিয়েছে। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৩৩। পূর্ববর্তী আয়াত থেকে বুঝা যায়, সুলায়মান (আ:) আগে থেকেই টের পেয়েছিলেন যে তার পার্থিব রাজ্য তাঁর অপদার্থ পুত্র দ্বারা রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়, বরং রাজ্য খড়-বিখ্যন্ত হয়ে যাবে। অতএব তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে আধ্যাত্মিক রাজত্ব দান করেছেন তা যেন চলতে থাকে। সুলায়মানের দোয়া-‘আমাকে এমন রাজ্য দান কর যা আমার পরে অন্য কাউকে না মানায়’ এর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করলে প্রতিভাব হবে যে তাঁর দোয়া কবৃল হয়েছিল। কেননা তাঁর মৃত্যুর পরে এমন একজন রাজা ও ইস্রাইল বংশে জন্ম গ্রহণ করেনি যাকে ক্ষমতা, প্রতাপ ও সশ্নানের দিক দিয়ে তাঁর সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

★★★[এ আয়াতে এর অব্যবহিত পূর্বের সব আয়াতের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা হয়েছে। তিনি (আ:) যখন জানতে পারলেন তাঁর পুত্রের মাঝে অধ্যাত্মিকতাও নেই এবং রাজ্য শাসনের যোগ্যতাও নেই তখন তিনি (আ:) নিজেই তার জন্য বদদোয়া করলেন। আর তিনি (আ:) আল্লাহ তাআলার কাছে আকৃতিমিনতি করলেন যেন তার পরে এত বড় সাম্রাজ্য আর কাউকে দান করা না হয়। অতএব ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় হ্যরত সুলায়মান (আ:) এর পরে ক্রমাগতভাবে তাঁর সাম্রাজ্যের পতন হতে থাকে। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৩৪। ২১৪৮৩ এবং ৩৪৪১৩ আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে সুলায়মান বাদশাহ অসভ্য ও দুর্ধর পার্বত্য জাতিগুলোকে পরাভূত করে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে স্বীয় বশে এনেছিলেন। নিজের আধিপত্যে এনে তাদেরকে তিনি বহুবিধ কাজে লিগিয়ে ছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতের ‘শায়াতিন’ এবং ৩৪৪১৩ আয়াতের ‘জিন’ দ্বারা একই জাতিকে বুঝাচ্ছে এবং তাদের দ্বারা যে কাজ নেওয়া হয়েছে সেই কাজও ছিল একই ধরনের (২রাজাবলী ২৪১, ২)।

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحْمَاءٌ  
حَيْثُ أَصَابَ<sup>১৪৭</sup>

وَالشَّيْطَنَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٌ<sup>১৪৮</sup>

وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَاقِ<sup>১৪৯</sup>

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِلْ بِعَيْرِ  
جِسَابٌ<sup>১৫০</sup>

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزْلَفِي وَحْسَنَ مَأْبِ<sup>১৫১</sup>

وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيْوَبَ مَرْدَنَا دَى رَبَّهُ أَيْنِ<sup>১৫২</sup>  
مَسَنِي الشَّيْطَنِ يَنْضِبُ وَعَذَابٌ<sup>১৫৩</sup>

أُكْضِ بِرْ جِلَّكَ هَذَا مُخْتَسِلُ بَارِدٌ

وَشَرَابٌ<sup>১৫৪</sup>

★ ৪৪। আর আমরা আমাদের পক্ষ থেকে ক্পারুপে তাকে তার পরিবারপরিজন ও তাদের সাথে তাদের মত আরো অনেককে দান করলাম।<sup>১৫৩৭</sup> আর বুদ্ধিমান লোকদের জন্য উপদেশকর্পে (তাকে এসব দান করেছিলাম)।

৪৫। আর (তাকে বললাম), তুমি এক মুঠো শুকনো (ও) সবুজ ডাল তোমার হাতে নাও, তা দিয়ে আঘাত কর<sup>১৫৩৮</sup> এবং (তোমার) কসম ভঙ্গ করো না<sup>১৫৩৯</sup>। নিশ্চয় আমরা তাকে অতি ধৈর্যশীল (দেখতে) পেয়েছিলাম। সে কতই উত্তম বান্দা ছিল! নিশ্চয় সে সব সময় আমাদের প্রতি বিনত হয়ে থাকতো।★

★ ৪৬। আর স্মরণ কর আমাদের শক্তিশালী<sup>১৫৪০</sup> ও দূরদর্শী বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে।

وَهَبَنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ  
رَحْمَةً قَنَّا وَذُكْرًا لِأُولَئِكَ بِ

وَخُذْ بِسَوْكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا  
تَخْنَثْ دِرَانًا وَجَدْنَهُ صَابِرًا دِنْمَ الْعَنْدُ  
إِنَّهُ أَوَّابٌ

وَإِذْ كُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَ  
يَعْقُوبَ أُولِيِّ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

দেখুন : ক. ২১৪৮।

২৫৩৫। নুস্ব অর্থ হয়রানি, কষ্টকর পরিশ্রম, যাতনা, রোগ, দুর্ভাগ্য (লেইন)। এই আয়াতে এবং পরবর্তী তিনটি আয়াতে ঐরূপ যথাযোগ্য, উপমাসূচক, আলঙ্কারিক ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে যা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতীয়মান হয়, যে রাজ্যে আইউব (আঃ) বাস করতেন তার রাজা ছিল একজন নির্বীর, অত্যাচারী মূর্তি-পূজক। তাকে এই আয়াতে ‘শয়তান’ বলা হয়েছে। আইউব (আঃ) এর একত্ববাদিতার শিক্ষা তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তাই সেই শয়তান-রাজা আইউব (আঃ) নবীকে যথেচ্ছা নির্যাতন ও অত্যাচার করেছিল। আইউব (আঃ) মৰ্তভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি অন্য এক দেশে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, যার ফলে নিজ পরিবার-পরিজন ও অনুসারী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ বলেন, এখানে ‘শয়তান’ শব্দের অর্থ ‘শয়তানুল ফালাউ’ বা মরভূমির শয়তান, যাকে বলে পিপাসা। ইহতাবে বাক্যার্থ হবে, মরু পথে দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে আইউব (আঃ) অতিশয় ঝুঁত, পরিশ্রান্তও ত্বক্ষার্ত হয়েছিলেন। আবার অন্য কয়েকজন তফসীরকারী বলেছেন, ‘শয়তান আমাকে দুঃখ ও যাতনা দিয়েছে’ এই বাক্যের অর্থ এক প্রকার অতি কষ্টকর যন্ত্রণাদায়ক চর্মরোগ যান্দারা আইউব (আঃ) সাময়িকভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

২৫৩৬। আইউব (আঃ)কে বলা হলো ‘তুমি তোমার (বাহনকে) নাল দিয়ে আঘাত কর’ (অর্থাৎ তাড়াতাড়ি হিজরত কর) যাতে তাড়াতাড়ি নিরাপদ স্থানে পৌছাতে পার। যেহেতু যাত্রা-পথ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, দীর্ঘ ও প্রাণসন্ত্বার ক্ষেত্রে তাঁকে সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা জানানো হলো যে সম্মুখ পথে অদূরে সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানির ঝর্ণা রয়েছে। সেখানে পৌছে তিনি তৃক্ষণ নিবারণ, গোসল করণ ও শ্রান্তি বিনোদন ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করতে পারবেন। অথবা এও হতে পার, যেহেতু আইউব (আঃ) এক প্রকারের চর্মরোগে আক্রান্ত ছিলেন, সেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন একটি নির্দিষ্ট ঝর্ণায় গিয়ে গোসল করতে উপদেশ দিলেন, যার পানির মধ্যে উক্ত রোগ নাশক রাসায়নিক পদার্থ ছিল। দেশত্যাগের জন্য যে রাস্তা দিয়ে আইউব (আঃ) গমন করেছিলেন সেই রাস্তার পার্শ্বে কতিপয় জলাশয় ও ঝর্ণাধারা ছিল বলে মনে হয়।

২৫৩৭। আল্লাহর আদেশে আইউব (আঃ) সর্বস্ব ত্যাগ করে যখন বিদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, সেই ভ্রমণের অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে শুধু প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানিই যোগাননি বরং তাঁর পরিবার ও আফ্যায়-স্বজনকেও তাঁর সাথে একত্রিত করে ছিলেন, যাদের কাছ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এটাও সম্ভব যে আইউব (আঃ) এর কথিত চর্মরোগটিকে ছেঁয়াচে ও সংক্রামক মনে করে তাঁর স্বজনেরা তাঁর সংসর্গ ত্যাগ করেছিল।

২৫৩৮। ৪৩ নং আয়াতে আইউব (আঃ)কে আদেশ করা হয়েছিল তিনি যেন তাঁর বাহনকে অতিন্দৃত চালাবার জন্য নাল দিয়ে আঘাত করেন। আর এই আয়াতে তাঁকে আদেশ করা হচ্ছে, তিনি যেন বাহন পশুটিকে এক মুঠো শুকনো (ও) সবুজ ডাল দিয়ে আঘাত করেন, যাতে তাড়াতাড়ি দ্রুগ্নিত নিরাপদ স্থানে পৌছুতে পারেন।

২৫৩৯। ‘লা তাহনাস’ অর্থ ‘মিথ্যার দিকে ঝুঁকো না’, ‘মূর্তি-উপাসনা’ বা ‘বহ উপাস্যবাদের’ সাথে আপোষ করো না’ বরং আল্লাহ তাআলার একত্রে প্রতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক। ‘লা তাহনাস’-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো না, এই অর্থ করলে সাকল্য বিষয়টা এই বুঝাবে যে যখন আইউব (আঃ)কে ছেড়ে আপনজনেরা পৃথক হয়ে গিয়েছিল তখন আইউব (আঃ) স্থির করেছিলেন, যদি তাঁরা এসে তার সঙ্গে মিলিত হয় তবে তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দিবেন। কিন্তু যখন তারা এসে তাঁর সাথে মিলিত হলো তখন তাঁকে বলা হলো, (আয়াতটিতে এই ইশারা পাওয়া যায়) তিনি যেন এই মিলনের আনন্দধন মুহূর্তে তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার না করেন। এটা শোকরণ্যারীর শুভ মুহূর্ত। অতএব তিনি যদি কঠোরতা অবলম্বনের প্রতিজ্ঞাও করে থাকেন তথাপি তা এমনিভাবে পালন করতে হবে যেন নিম্নতর কষ্ট দানের মধ্য দিয়েই সেই প্রতিজ্ঞাটি পালিত হয়ে যায়।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় এবং ২৪৪০ টীকা ৯৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৪৭। নিশ্চয় আমরা (মানুষকে) পরকালের আবাস সম্পর্কে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে তাদের মনোনীত করেছিলাম।

৪৮। আর নিশ্চয়ই তারা আমাদের মনোনীত (ও) অতি গুণসম্পন্ন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪৯। <sup>ك-</sup>আর ইসমাইল, আল-ইয়াসা'আ<sup>٤٨١</sup> এবং যুলকিফলকে<sup>٤٨٢</sup> স্মরণ কর। এরা সবাই অতি উত্তম লোক ছিল।

৫০। এ এক মহান উপদেশবাণী। আর নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল

৫১। (অর্থাৎ) চিরস্থায়ী বাগানসমূহ। তাদের জন্য (এগুলোর) দুয়ার সব সময় খোলা রাখা হবে।

৫২। <sup>ك-</sup>সেখানে তারা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে থাকবে (এবং) সেখানে তারা বিভিন্ন প্রকারের ফল ও পানীয়ের ফরমায়েশ দিতে থাকবে।

৫৩। আর তাদের কাছে <sup>ج-</sup>(লজ্জাশীলা) নতুনসম্পন্ন সমবয়স্কা রমণীরা থাকবে।\*

<sup>ج-</sup> ৫৪। এসব (হলো তা-ই যা) হিসাবের দিনে তোমাদেরকে <sup>ج-</sup>(দেয়ার) প্রতিশ্রূতি দেয়া হচ্ছে<sup>٤৮৩</sup>।

৫৫। নিশ্চয় এ হলো আমাদের রিয়্ক। এ কখনো শেষ হবার নয়।

৫৬। এ-ই হবে (মু'মিনদের জন্য প্রতিশ্রূত পুরক্ষার)। নিশ্চয়ই উদ্বিদের জন্য রয়েছে সবচেয়ে মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল

৫৭। (অর্থাৎ) জাহান্নাম। তারা এতে প্রবেশ করবে। অতএব (এটা) কর্তব্য মন্দ বাসস্থান।

দেখুন : ক. ৬৪৮৭; ২১৪৮৬-৮৭ খ. ১৬৪৩২; ৩৬৪৩৭; ৮৩৪২৪ ঘ. ৫৫৪৫৭ ঘ. ৭৪৪২২-২৩

★ [৪২-৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে, হ্যরত আইয়ুব (আ:)কে শয়তান যে কষ্ট দিয়েছিল তা ছিল খুবই যন্ত্রণাদায়ক। বাইবেল অনুযায়ী তিনি ভয়ানক চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর পরিবারপরিজন ও ঘৃণায় তাঁকে আবর্জনা স্তুপে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কুরআন করীমে এরূপ কোন কথা বলা হয়নি। কুরআন করীম অনুযায়ী হ্যরত আইয়ুব (আ:)কে আল্লাহ তাআলা শাখাগ্রাখা বিশিষ্ট একটি ডাল দিয়ে তাঁর বাহনকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন এবং কসম না ভঙ্গতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে এই অন্তর্ভুক্ত কাহিনী বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে এখানে যোড়া বুঝানো হয়নি বরং স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে। এ কাহিনী অনুযায়ী তিনি (আ:) তাঁর স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে একশ আঘাত করার কসম খেয়েছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, বাড়ু দিয়ে আঘাত কর। তাহলে কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু এ কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যেসব নবীর স্ত্রীরা তাঁদের অবাধ্যতা করেছিল এদের মাঝে হ্যরত আইউব (আ:) এর স্ত্রীর কোন উল্লেখ নেই। অতএব 'যিগছান' শব্দ দিয়ে বাহনকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ বুঝানো হয়েছে যাতে তিনি (আ:) সেই পানি পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন। এটা ব্যবহার করলে তিনি (আ:) সুস্থ হয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা যখন হ্যরত আইউব (আ:)কে সুস্থতা দান করলেন, তাঁর দেখাশুনার জন্য তাঁকে কেবল পরিবারপরিজনই দান করা হয়নি, বরং তাদের ন্যায় এক নিরবিদিত জামাতও তাঁকে দান করা হয়েছিল। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উদ্বৃত্তে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]]

২৫৪১, ২৫৪২, ★ চিহ্নিত টীকা এবং ২৫৪৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنَّ أَخْلَاصَهُمْ يُخَالِصَةٌ ذُكْرَى الدَّارِ

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطَفِينَ  
الْأَخْيَارِ

وَإِذْ كُرِّزَ شَعِيلٌ وَالْيَسَمُ وَذَا الْكَفْلِ  
وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ

هَذَا ذُكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ

جَنَّتِ عَذْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمْ أَلَا بُوَابٌ

مُتَكَبِّرُونَ فِيهَا يَذْعُونَ فِيهَا بِقَاتِمَةٍ  
كَثِيرَةٌ وَشَرَابٍ

وَعِنْهُمْ قِصْرُ الطَّرْفِ أَثْرَابٍ

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ

إِنَّ هَذَا لِرِزْقٍ نَّا مَالَهُ مِنْ نَّفَادٍ

هَذَا وَإِنَّ لِلْطَّغِيْنَ لَشَرَّ مَآبٍ

جَهَنَّمُ يَضْلُّوْنَهَا جَفِيْسَ الْمِهَادِ

৫৮। এটা অবশ্যই হবে। অতএব তারা এটার (অর্থাৎ) ফুটন্ত ও তীব্র ঠাণ্ডা পানির স্বাদ গ্রহণ করুক।<sup>১৫৪৪</sup>

৫৯। আর এর অনুরূপ আরও অন্যান্য (শাস্তি) ও থাকবে।<sup>১৫৪৫</sup>

৬০। (অবিশ্বাসীদের নেতাদের লক্ষ্য করে বলা হবে,) এ সেই দল,<sup>১৫৪৬</sup> যারা তোমাদের সাথে (এতে) প্রবেশ করবে। তাদের জন্য কোন সাদর সম্ভাষণ থাকবে না। নিচয় তারা আগুনে প্রবেশ করবে।

৬১। তারা (অভিশাপদানকারী দলকে) বলবে, ‘বরং তোমরাই (অভিশঙ্গ)। তোমাদের জন্য কেন সাদর সম্ভাষণ নেই। তোমরাই আমাদেরকে এ (জাহানামের) সম্মুখীন করেছে।<sup>১৫৪৭</sup>।’ অতএব এটা কতই মন্দ বিশ্রামস্থল!

৬২। তারা বলবে, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে যে ব্যক্তি এ (জাহানামের) সম্মুখীন করেছে গতকে আগুনের দ্বিগুণ আঘাত দাও।<sup>১৫৪৮</sup>।

৬৩। আর তারা (অর্থাৎ জাহানামীরা) বলবে, ‘আমাদের কী হয়েছে, আমরা যে সেইসব লোককে দেখাছি না।<sup>১৫৪৯</sup> যাদের আমরা অতি মন্দ বলে গণ্য করতাম?’

দেখুন : ক. ৭৮১২৬ খ. ৫২৪১৪ গ. ৭৪৩৯।

২৫৪০। ‘ইয়াদ’ শব্দের অর্থঃ (১) উপকার, (২) প্রভাব, (৩) প্রতাপ ও শক্তি, (৪) সেনাদল, (৫) ধন, (৬) প্রতিশ্রুতি, (৭) সমর্পণ (আকরাব)।

২৫৪১। ‘ইয়াসাআ’ ছিলেন এলিজার শিষ্য ও খলীফা। তিনি খঃ পৃঃ ৯৩৮ থেকে ৮২৮ খঃ পৃঃ সাল থেকে ছিলেন (৮৭০ টীকা দেখুন)

২৫৪২। যুল-কিফল। যিহিক্সেল নবীকে আরবদেশে যুল-কিফল বলে মনে করা হয় (১৯১২ টীকা দ্রষ্টব্য)।

★[এ আয়তে বলা হয়েছে, তাদের কাছে নতদৃষ্টিসম্পন্ন রমণীরা থাকবে। এটিও একটি উপমা। এ দিয়ে এদের বিনয় ও লজ্জা বুঝানো হয়েছে। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে) (রাহে): কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৪৩। হিসাবের দিন। প্রত্যেক জাতির জন্যই জাতীয় হিসাবের দিন আসে। সেদিন সেই জাতি তার কাজকর্মের ফলাফল রূপে পুরস্কার বা শাস্তি পেয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক জাতির জন্য ইহলোকেই এইরূপ একটি হিসাবের দিন আসে। পরলোকে তো আছেই।

২৫৪৪। দোষথের অধিবাসীদেরকে ফুটন্ত গরম পানি অথবা দুর্গন্ধ শীতল পানি পান করতে বাধ্য করা হবে। যেহেতু তারা আল্লাহর দেয়া গুণবলী ও কর্মশক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি বরং এগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে মধ্যপথ অবলম্বন না করে একেবার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সেজন্য তাদেরকে অত্যন্ত ঠাণ্ডা পানি পান করতে হবে। শব্দটির অন্যান্য অর্থঃ পুঁজ, জখম ধোয়া পানি (মুফরাদাত)।

২৫৪৫। অনুবাদে যে অর্থ দেয়া হয়েছে তা ছাড়াও আরেকটি অর্থ এরূপ হতে পারে, যেমন ‘এবং তাদের মত একই ধরনের কৃত-কর্মের রেকর্ডধারী অন্যান্য দলও সেখানে থাকবে।’

২৫৪৬। যখন অবিশ্বাসীদের নেতারা তাদের অনুসারীদের একদলকে দোষথের দিকে আসতে দেখবে তখন তাদেরকে বলা হবে, তাদের অনুসারীদের বিরাট বাহিনী তাদের সাথে নরকাগ্নিতে প্রবেশ করবে। যেহেতু অনুসারীরা অঙ্গের মত যুক্তিহীনভাবে তাদের নেতাদের পিছনে পিছনে ছুটেছে এবং সত্যকে বুঝার জন্য একটি চিন্তা করারও প্রয়াস পায়নি, সেহেতু তারা এখন নরকাগ্নির মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করবে।

২৫৪৭। অনুসারীরা তাদের ভ্রাত্ত নেতৃবর্গকে এই বলে দোষারোপ করবে ও অভিশাপ দিবে যে তারাই তাদেরকে অসত্য ও ভ্রাত্ত পথে পরিচালিত করেছিল। এটা মানুষের স্বত্বাব, যখন সে নিজের মন্দ কাজের কুফলের সম্মুখীন হয় তখন সে অপরের কাঁধে দোষ চাপাবার চেষ্টা করে।

২৫৪৮ ও ২৫৪৯ টীকা পরবর্তী পঞ্চায় দ্রষ্টব্য

هَذَا فَلَيْدُونْ قُوَّةٌ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ<sup>১৫</sup>

وَأَخْرُونَ شَكَلِهِ آزَوَاجٌ<sup>১৬</sup>

هَذَا فَوْجٌ مُفْتَحَةٌ مَعْكُفٌ لَا مَرْجَبًا  
بِمِمْدَلَّتِهِمْ صَالُوا النَّارِ<sup>১৭</sup>

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَبًا بِكُفْرِهِمْ أَنْتُمْ  
قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا جَ قِبْلَسَ الْقَرَارِ<sup>১৮</sup>

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْ<sup>১৯</sup>  
عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ<sup>২০</sup>

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا  
تَعْذَّبُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ<sup>২১</sup>

৬৪। আমরা কি তাদের তুচ্ছ মনে করেছিলাম অথবা তাদের (চিনতে কি) আমাদের দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল' ১৫০?

<sup>৮</sup> [২৪] ★ ৬৫। \*আগুনের অধিবাসীদের মাঝে যে এ তর্কবিতর্ক হবে তা  
১৩ অবশ্যই সত্য।

৬৬। তুমি বল, 'আমি একজন সতর্ককারী মাত্র। আর আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয় (এবং) প্রবল প্রতাপশালী।

৬৭। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে (তিনি) এর প্রভু-প্রতিপালক। (তিনি) মহা পরাক্রমশালী (ও) অতি ক্ষমাশীল।

৬৮। তুমি বল, 'এ এক অনেক বড় সংবাদ' ১৫১।

৬৯। তোমরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছ।

৭০। উর্দ্ধলোকে অবস্থিত (ফিরিশ্তাদের) সমাবেশ সম্পর্কে ১৫২ আমার কোন জ্ঞান ছিল না যখন তারা বিতর্ক করছিল।

৭১। আমার প্রতি তো কেবল এ ওহী করা হয়, 'আমি শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

৭২। \*(শ্বরণ কর) তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন ফিরিশ্তাদের বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি কাদামাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।'

দেখুন ♀ ক. ৩৪১৩২, ৪০১৪৮ খ. ১৫১২৯-৩৩, ১৭১৬২।

২৫৪৮। কাফির নেতৃবৃন্দের অনুসারীরা তাদের পূর্বতন নেতাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত ও বহুগণ অধিক শান্তি কামনা করবে।

২৫৪৯। 'আমরা সেই সব লোককে দেখছি না' এখানে সেই সব লোককে বলতে বিশ্বাসীদেরকে বুবাচ্ছে।

২৫৫০। দোষখবাসীরা পরম্পর বলাবলি করবে, 'আমাদের কি হয়েছে যে আমরা এ লোকদেরকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না, যাদেরকে পৃথিবীতে থাকা কালে আমরা অবজ্ঞার চোখে দেখতাম এবং বিদ্রূপ করতাম। এ লোকেরা কি আসলে আমাদের বিদ্রূপের পাত্র ছিল না, বরং সত্যিকার খোদা-ভক্ত পুণ্যবান ভাল মানুষই ছিল? তারা যদি দোষবেশেই থাকতো তা হলে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

২৫৫১। 'নাবা' অর্থ সংবাদ, একটি অত্যাবশ্যক ঘোষণা, বাণী, ভয়ঙ্কর খবর। 'নাবাউন আয়ীম' বিরাট সংবাদ বলতে কুরআন অবতরণের বিরাট ঘটনাকে বুবাচ্ছে অথবা মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অভ্যন্দয়কে বুবাচ্ছে পারে।

২৫৫২। কুরআনের সূরা বাকারার ৩১ নং আয়াত থেকে বুবা যায় এবং হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয় যে আল্লাহ্ তাআলা যখন পৃথিবীতে নবী পাঠাতে চান তখনই তিনি তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশতাগণের কাছে তাঁর এ ইচ্ছাটিই প্রকাশ করেন। তাঁরা বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ জেনে ও বুঝে নিজেদের মাঝে আলোচনা করেন। আলোচনার ফিরিশতাগণকেই উর্ধ্বাকাশে অবস্থিত (ফিরিশতাদের) সমাবেশ বলা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) এই কথা বলেছেন বলে জানা যায় যে তাঁর উপর যখন নবুওয়তের ঐশ্বী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তখন ফিরিশতাগণের মধ্যে এই ব্যাপারে কি কি বিষয় আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, তা তিনি জানতে পারেননি।

أَتَخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ  
الْأَبْصَارُ ④

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ بِّنَا صُمُّ أَهْلِ النَّارِ ⑤

فُلِّ إِنَّمَا آتَى مُثِيرِيًّا وَّمَا مِنْ لَوْلَى إِلَّا  
اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑥

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ⑦

قُلْ هُوَ نَبِئَ أَعْظَيْمُ ⑧

آتَيْتُمْ عَنْهُ مُغَرِّضُونَ ⑨

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَدِ الْأَعْلَى إِذْ  
يَخْتَصِّمُونَ ⑩

إِنْ يُؤْخَذَ إِلَيْهِ إِلَّا آتَى نَذِيرًا  
مُّبِينًا ⑪

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالقُ بَشَرًا  
مِنْ طِينٍ ⑫

৭৩। \*অতএব আমি যখন তাকে পূর্ণতা দান করবো এবং তার মাঝে আমার রূহ (অর্থাৎ কালাম) থেকে ফুঁকে দিব তখন তোমরা আনুগত্যের সাথে তার সামনে বিনত হয়ো<sup>১৫৫৩</sup>।

৭৪। তখন ফিরিশ্তারা<sup>১৫৫৪</sup> সবাই (তার) আনুগত্য করলো,

৭৫। কিন্তু ইবলীস (করলো) না। সে অহংকার করলো এবং সে ছিলই অস্বীকারকারীদের একজন।

★ ৭৬। \*তিনি বললেন, ‘হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দুহাত<sup>১৫৫৫</sup> দিয়ে সৃষ্টি করেছি তার আনুগত্য করতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? তুমি কি অহংকার করে (এ) আচরণ করছ, নাকি তুমি সত্যিই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন?’

৭৭। সে বললো, ‘আমি তার চেয়ে উত্তম<sup>১৫৫৬</sup>। \*তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ এবং তাকে সৃষ্টি করেছ কাদামাটি থেকে’।

৭৮। \*তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি এখান থেকে বের হয়ে<sup>১৫৫৭</sup> যাও। নিশ্চয় তোমাকে বিতাড়িত করা হয়েছে।

৭৯। \*আর নিশ্চয় বিচার দিবস পর্যন্ত তোমার ওপর আমার অভিসম্পাত (হতে) থাকবে।’

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُزْحِي  
فَقَعُوا لَهُ سُجْدَيْنَ<sup>(১)</sup>

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ<sup>(২)</sup>

إِلَّا إِبْلِيسَ مَا إِشْتَكَبَرَ وَ كَانَ مِنَ  
الْكُفَّارِيْنَ<sup>(৩)</sup>

قَالَ يَاهْبِيلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا  
خَلَقْتُ بِيَدِيَّ مَا إِشْتَكَبَرَتْ أَمْ كُثُرَتْ مِنَ  
الْعَالَيْنَ<sup>(৪)</sup>

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ  
خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ<sup>(৫)</sup>

قَالَ فَأَخْرُجْ بِهِ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ<sup>(৬)</sup>

دَرَأْتَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ السِّيْنِ<sup>(৭)</sup>

দেখুন : ক. ১৫৪৩০; ৩২৪১০ খ. ৭৪১৩; ১৫৪৩৩ গ. ৭৪১৩; ১৫৪২৮; ৫৫৪১৬; ঘ. ৭৪১৪; ১৫৪৩৫ ঙ. ১৫৪২৯-৩৩; ১৭৪৬২।

২৫৫৩। ‘তোমরা আনুগত্যের সাথে তার সামনে বিনত হয়ো’ – যখন পৃথিবীতে আল্লাহু নবী প্রেরণ করেন তখন তিনি ফিরিশ্তাগণকে এই আদেশ দান করেন, তাঁরা যেন নবীর কর্তব্য সম্পাদনের স্বপক্ষে তাঁর সাহায্য সহযোগিতায় লেগে যায় এবং নবীর শক্তিদের সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র ও কুপরিকঙ্কনাকে বানচাল করে দেয়।

২৫৫৪। ফিরিশ্তা কিংবা ফিরিশ্তার মত গুণসম্পন্ন মানুষ বুঝাচ্ছে।

২৫৫৫। ‘আমার দুহাত দিয়ে’ বলতে বুঝায় যে আমি তাকে আমার সমস্ত গুণবলী প্রকাশ করার শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছি।

২৫৫৬। নবীর শক্তির নিজেদেরকে ক্ষমতায়, সম্মানে ও মর্যাদায় নবী থেকে সর্বদাই শ্রেষ্ঠ মনে করে থাকে। অহঙ্কারের কারণে এবং সম্মান নষ্ট হবার মিথ্যা তয়ে তারা নবীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। তাঁকে তারা সমর্যাদার বা কম মর্যাদার মানুষ বলে গণ্য করে।

২৫৫৭। এখানে ‘মিনহার’ ‘হা’ সর্বনামটি পরলোকের বেহেশ্তকে বুঝায় না। কেননা বেহেশ্ত এমনই এক স্থান যেখানে শয়তান কখনো প্রবেশ করতে পারেনি, পারে না ও পারবে না এবং একবার যাকে সেখানে প্রবেশাধিকার দেয়া হয় তাকে কখনো সেখান থেকে বের করা হয় না (১৫৪৪৯)। এটি এই পৃথিবীতে থাকাকালিনই মানুষের মনের একুপ এক বাহ্যিক আশিসপূর্ণ অবস্থার নাম যা নবী আগমনের পূর্বাহ্নে মানুষ বাহ্যিত উপভোগ করে থাকে।

৮০। \*সে বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তাহলে তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন (লোকদের) পুনরুত্থিত করা হবে’<sup>১৫৫৮</sup>।

৮১। তিনি বললেন, \*‘নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

৮২। \*এ (অবকাশ হবে) এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত<sup>১৫৫৯</sup>।

৮৩। সে বললো, ‘তাহলে তোমার মর্যাদার কসম! অবশ্যই আমি তাদের সবাইকে বিপথগামী করবো,

৮৪। তাদের মাঝ থেকে কেবল তোমার মনোনীত বান্দাদের ছাড়া।’<sup>\*</sup>

৮৫। তিনি বললেন, ‘অতএব সত্য এটাই। আর আমি সত্যই বলছি,

৮৬। আমি অবশ্যই তোমাকে এবং তাদের মাঝ থেকে তোমার সব অনুসারীদের দিয়ে জাহানাম ভরে দিব’<sup>১৫৬০</sup>

৮৭। তুমি বল, ‘আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি লৌকিকতা অবলম্বনকারীও নই।

৮৮। \*এ (কুরআন) তো বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক মহান উপদেশবাণী।

<sup>৫</sup>[১৪] ★ ৮৯। আর কিছুকাল পরেই তোমরা এর (প্রকৃত) মর্মার্থ অবশ্যই জানতে পারবে<sup>১৫৬১</sup>।

দেখুন ৪ ক. ৭১৫; ১৫৪৩৭; ১৭৪৬৩ খ. ৭৪১৬; ১৫৪৩৮ গ. ১৫৪৩৯ ঘ. ৭৪১৭, ১৮; ১৫৪৪০।

২৫৫৮। মানুষের আধ্যাত্মিক নবজন্ম তখনই হয় যখন সে ‘এমন প্রশান্ত আত্মা’ অধিকারী হয় যে এরপর তার আর কখনো আধ্যাত্মিক পতন ঘটে না। দেখুন ১৪৯৮ টীকা।

২৫৫৯। মিথ্যার উপরে সত্যের চূড়ান্ত বিজয়ের সময়, যখন মিথ্যার পূজারীরা সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত হয়ে যায়।

★[৮৩-৮৪ আয়াতে বলা হয়েছে, শয়তানকে যখন খোদা তাআলা বিভাড়িত করলেন তখন সে তার ওদ্দত্তের দরজন খোদা তাআলাকে বললো, যেসব বান্দাকে তুমি আমার ওপর প্রাধান্য দিয়েছ আমাকে অবকাশ দেয়া হলে সব ধরনের ধোঁকা দিয়ে আমি তোমার কাছ থেকে তাদের ছিনিয়ে নিব। তখন তারা তোমার পরিবর্তে আমার উপাসনা করবে। তোমার একনিষ্ঠ বান্দারা কেবল এর ব্যতিক্রম হবে। তাদের ওপর আমার কোন প্রভাব খাটবে না। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৬০। আল্লাহর সাথে শয়তানের এই বাক্যালাপকে সত্য সত্য কথোপকথন মনে করা ঠিক হবে না। এটা রূপক বর্ণনা, যা দ্বারা নবী আগমনের সময় যে অবস্থা বিরাজ করে এবং যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তারই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ৭২ নং আয়াতে ‘মানুষ সৃষ্টির’ যে উল্লেখ আছে তা বিশেষভাবে ‘নবীর অভ্যন্তরের’ ব্যাপারেই প্রযোজ্য। তেমনিভাবে ‘ইবলীস’ দ্বারা ঐসব দুরাচার ও দুষ্কৃতকারী লোকদেরকে বুঝায় যারা সমাগত নবীর বিরোধিতায় মন্ত হয় এবং তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যকে বিফল করতে আগ্রান চেষ্টা করে।

২৫৬১। এখানে রসূলে মকবুল (সাঃ) এর মুখ দিয়ে আল্লাহ তাআলা এই কথা কাফিরদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে অবিশ্বাসীরা অচিরেই তাঁর রেসালতের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে।

قَالَ رَبِّيْ قَاتِلِيْ زَنِيْتِيْ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴿٦﴾

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٧﴾

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨﴾

قَالَ فَبِعَذَّتِكَ كُلُّ غُوَيْنَمْ آجَمِعِينَ ﴿٩﴾

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٠﴾

قَالَ فَأَنْحَقْ رَدَّ الْحَقَّ أَقْوَلُ ﴿١١﴾

لَا مَلَكَنَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْنَ تَبِعَكَ  
وَمِنْهُمْ آجَمِعِينَ ﴿١٢﴾

فُلَّ مَا آشَلْتُكُمْ عَلَيْهِ وَمِنْ آجِرِهِ مَا آتَى  
مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿١٣﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلِمِينَ ﴿١٤﴾

وَلَتَعْلَمُنَّ تَبَآءَأَ بَعْدَ حِسْبِنَ ﴿١٥﴾